আমাই রেফারেন্স পদ্ধতি (আরেপ)

(IMLI Reference Method, IRSbangla)

আরেপ রেফারেন্স পদ্ধতিতে দুটি ধাপ রয়েছে। যথা-

ক. পাঠ-অভ্যন্তরীণ উল্লেখ (in-text citation); এবং

খ. গ্রন্থপঞ্জির তালিকা (reference list)

ক. পাঠ-অভ্যন্তরীণ উল্লেখ (in-text citation)

আরেপ রেফারেন্সের **পাঠ-অভ্যন্তরীণ উল্লেখ** বলতে কোনো গবেষণা প্রবন্ধ বা বইয়ের মূল টেক্সটে রেফারেন্সের ব্যবহারকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

এই রেফারেন্স পদ্ধতির পাঠ-অভ্যন্তরীণ উল্লেখের যাবতীয় নিয়ম এবং নির্দেশাবলি নিম্নরূপ।

১. লেখকের নাম

১.১ লেখকের কোন নাম উল্লেখ করা হবে

ক. লেখকের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে বাঙালি লেখকসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির নামের শেষ অংশটিই ব্যবহৃত হয়।

খ. উদাহরণস্বরূপ, লেখক *পবিত্র সরকার* হলে মূল পাঠে প্রথম বন্ধনীতে শুধু *সরকার* ব্যবহৃত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ বা গ্রন্থের প্রকাশের সনটিও প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের পরে যুক্ত হবে, যেমন- (সরকার, ১৪০৫)।

১.২ ইংরেজি বা অন্য ভাষার লেখকের নামের বাংলা উচ্চারণ

ক. বাংলাভাষী লেখক ব্যতীত ইংরেজি এবং অন্য ভাষার লেখকদের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল পাঠে নামের উচ্চারণটি বাংলায় ব্যবহার করা হয়; কেননা প্রবন্ধটি বাংলায় লেখা হয়েছে।

খ. তবে বর্ণনা অংশের শেষে বা নির্ধারিত উদ্ধৃতির পর লেখকের নাম, সন এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রথম বন্ধনীতে ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

১. বর্ণনার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা (narrative citation)

চমস্কি (Chomsky, 1957) বলেন যে, প্রত্যেক মানব শিশুই ভাষা বলার এক সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

অথবা

২. বন্ধনীভুক্ত করে উল্লেখ করা (parenthetical citation)

চমস্কি বলেন যে, প্রত্যেক মানব শিশুই ভাষা বলার এক সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (Chomsky, 1957)।

তবে গ্রন্থপঞ্জিতে ওপরের উৎসটি তালিকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তা **ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই করতে হবে** যাতে পাঠক "ক. এই দুই ধরনের উল্লেখের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পান, এবং খ. প্রবন্ধকার বিভিন্ন বিদেশী লেখকের যে বাংলারূপ তৈরি করেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর কৃত উচ্চারণ ঠিক আছে কি-না তা পাঠক যাচাই করে নিতে পারেন" (আরিফ ২০১৫)।

২. উদ্ধৃতির উল্লেখ

ক. মূল পাঠের অভ্যন্তরে অন্য লেখকের কোনো উদ্ধৃতি সরাসরি উল্লেখের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির শুরু এবং শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) প্রদান করা হয়।

খ. পাশাপাশি উদ্ধৃতি শেষ হওয়ার পর উদ্ধৃতি চিহ্নের শেষে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নাম, প্রকাশ সন এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

গ. তবে পৃষ্ঠা নম্বর না থাকলে অনুচ্ছেদ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

ঘ. এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি উপস্থাপনে দুই রকমের কৌশল প্রয়োগ করা যায়। যথা-

প্রথমত, উদ্ধৃতির দৈর্ঘ্য ৪০ শব্দের কম হলে তা সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে অব্যাহত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোনো উদ্ধৃতির শব্দ সংখ্যা যদি ৪০ শব্দের বেশি হয়, তা নতুন অনুচ্ছেদে শুরু করতে হবে এবং নতুন অনুচ্ছেদটি বাম দিকে ১ ইঞ্চি ভেতরে চাপিয়ে (indent) দিতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রদানের দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ,

> পাশ্চাত্যের কেউ কেউ মার্কসীয় ভাষাচিন্তাকে সরল ‘নাঈভ’ ও ‘ওভারসিম্পিফায়েড’ বলেছেন। বিশেষজ্ঞের ভাষাচিন্তাকে তারা অবশ্য এর অন্তর্ভুক্ত করে দেখছেন না। রুশ আঙ্গিকবাদ (ফর্ম্যালিজম) ও সংগঠনবাদ (স্ট্রাকচারালিজম) পরবর্তী কালে ভাষা, শিল্পসাহিত্য ও লোকসাহিত্য চর্চায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্বন্ধে, মতপার্থক্য সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের স্বীকৃতি বা সম্ভ্রমের অভাব নেই। (সরকার ১৪০৫: ১৮)

৩. নিজের ভাষায় বর্ণনা প্রদান (paraphrasing)

ক. মূল পাঠে উদ্ধৃতি সরাসরি ব্যবহার না করে অন্য লেখকের মূলভাব বা চিন্তাকে গবেষক নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে (paraphrasing) পারেন।

খ. এক্ষেত্রে বর্ণনার শেষে প্রথম বন্ধনীতে প্রবন্ধকার অবশ্যই সংশ্লিষ্ট লেখকের নাম ও প্রকাশ সাল ব্যবহার করবেন, কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা নয়।

গ. পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যবহার না করার কারণ হচ্ছে, এক্ষেত্রে পাঠককে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন নেই প্রবন্ধকার কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন।

৪. লেখক/উৎস উল্লেখ

৪.১ একাধিক লেখককে উল্লেখ করা

ক. লেখক সংখ্যা দুজন হলে মূল পাঠে প্রথম বন্ধনীতে দুই লেখকের নামের মাঝখানে ‘ও’ যুক্ত করতে হবে, কিন্তু কিছুতেই ‘এবং’ নয়। যেমন -

আরিফ ও জাহান (২০১৪) বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও বাচন সমস্যায় আক্রান্ত।

খ. তবে লেখক সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে প্রথম বন্ধনীতে প্রথম লেখক বা মূল লেখকের নাম যুক্ত করার পাশাপাশি ‘অন্যান্য’ কথাটি সংযুক্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা ভাষাগত বৈকল্য প্রদর্শনের পাশাপাশি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, অবাচনিক ভাষার ব্যবহার, পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যর্থতা দেখিয়ে থাকে (আরিফ ও অন্যান্য, ২০২২)।

৫. লেখকহীন বর্ণনা উল্লেখ করা

ক. কখনও কখনও প্রবন্ধকার এমন কিছু নথি রেফারেন্স হিসেবে মূল পাঠে ব্যবহার করেন যেখানে লেখকের নাম থাকে না। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর, বা বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো গবেষণা রিপোর্ট অথবা তথ্য কণিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে লেখককে প্রাধান্য না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

খ. এ ধরনের রিপোর্ট বা তথ্য কণিকা মূল পাঠে উল্লেখের সময় সংস্থা বা কোম্পানির নামকেই লেখক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

গ. তবে প্রথমবার ব্যবহারের সময় সংস্থা বা কোম্পানির পুরো নাম ব্যবহারের পাশাপাশি এর সাথেই তৃতীয় বন্ধনীতে একটি সংক্ষিপ্ত নাম যুক্ত করতে হবে যাতে দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে শুধু সংক্ষিপ্ত নামটি উল্লেখ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ,

I. প্রথম ব্যবহারের ক্ষেত্রে, (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেন [কারাস, ২০২১])

II. দ্বিতীয় বার এবং পরবর্তী সময়ের বেলায়, (কারাস, ২০২১)

৬. একাধিক লেখকের অভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা

ক. কখনও কখনও প্রবন্ধকার একই ধরনের তথ্য দুই বা ততোধিক লেখকের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন যা তিনি তার প্রবন্ধে নিজের ভাষায় ব্যবহার করতে চান।

খ. এক্ষেত্রে তা বর্ণনা প্রদান করার পর প্রথম বন্ধনীতে সব লেখকেই উল্লেখ করবেন।

গ. তবে প্রথম লেখকের পর দ্বিতীয় লেখকের নামের আগে একটি সেমিকোলন চিহ্ন (;) প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

> সকল শিশুই তা সে যে ভাষিক সংস্কৃতিতেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, ভাষাবলার একটা সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮; Chomsky, 1957)।

৭. একই লেখকের একই বছরে প্রকাশিত একাধিক লেখা উল্লেখ করা

ক. মূল পাঠে বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে, প্রবন্ধকার একই লেখকের একই বছরে প্রকাশিত দুটি রচনাকে উল্লেখ করতে উৎসাহী হয়ে থাকেন।

খ. সেক্ষেত্রে তিনি তা করার আগে নিজের মত করে একটি লেখার প্রকাশ সালের সাথে 'ক' এবং আরেকটির প্রকাশ সালে 'খ' যুক্ত করে মূল পাঠে উল্লেখ করবেন।

গ. পরে গ্রন্থপঞ্জিতে এগুলো তালিকাভুক্ত করার সময় এই নীতিমালাটি মানতে হবে যাতে পাঠক সহজেই তা অনুসরণ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ,

বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ বিষয়ে আরিফ (২০১৫ক) বলেন,

আরিফের (২০১৫খ) মতে,...

৮. তৃতীয় বা গৌণ উৎস থেকে উল্লেখ করা

ক. মূল পাঠে কখনও কখনও তৃতীয় বা গৌণ কোনো উৎস (secondary source) থেকে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতে পারে।

খ. অর্থাৎ প্রবন্ধকার কোনো লেখকের রচনায় এমন তৃতীয় লেখকের উদ্ধৃতি বা মূলভাবের সন্ধান পান যা তার

নিজের প্রবন্ধের জন্য খুবই প্রয়োজন; কিন্তু তিনি নিজে এর মূল পাঠটি পড়েননি।

গ. এমতাবস্থায় প্রবন্ধকার তা অবশ্যই মূল পাঠে উল্লেখ করতে পরেন, তবে উল্লেখের সময় যে দ্বিতীয় উৎস থেকে তিনি এটি পেয়েছেন তা অবশ্যই প্রথম বন্ধনীতে যুক্ত করবেন। উদাহরণস্বরূপ,

১৯৫৭ সালে চমস্কি বলেন, (উদ্ধৃত, ভট্টাচার্য্য ১৯৯৮), সকল শিশুই মাতৃভাষা বলার একটা সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জিতে তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে শুধু দ্বিতীয় লেখক বা উৎসকে যুক্ত করতে হবে।

৯. অনলাইন/ইন্টারনেট থেকে উল্লেখ করা

ক. ইদানীং বিশ্বব্যাপী লেখকেরা তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ/গ্রন্থ অনলাইনে প্রকাশ করছেন বা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাছাড়া লেখকেরা এসব ভার্চুয়াল মাধ্যমে নিয়মিত নিজস্ব পৃষ্ঠা বা ব্লগও ব্যবহার করছেন।

খ. এসব ভার্চুয়াল উৎস থেকেও উল্লেখ করা যাবে।

গ. এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী মূল পাঠে উল্লেখ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নিচের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।

I. কখনও কখনও অনলাইনে সাধারণ বর্ণনায় লেখকের নাম নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল পাঠে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের পরিবর্তে 'ওয়েব শিরোনাম'টি লিখতে হবে।

II. যদি নির্দিষ্ট সন বা তারিখ না থাকে, তাহলে প্রথম বন্ধনীতে সন/তারিখের জায়গায় 'সন/তারিখ নেই' লিখতে হবে।

III. অনলাইনে বর্ণিত উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নম্বর না থাকলে অনুচ্ছেদ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু অনুচ্ছেদ গণনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উপ-শিরোনামটি লিখতে হবে।

IV. অনলাইনের বর্ণনায় লেখকের নাম, তারিখ কোনো কিছুই না থাকলে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের জায়গায় 'ওয়েব শিরোনাম' এবং সন/তারিখের ক্ষেত্রে 'সন/তারিখ নেই' লিখতে হবে।

V. ওয়েবসাইট থেকে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে প্রবেশের তারিখ দিতে হবে। তাছাড়া যে ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেওয়া হবে সেটির সত্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয় থাকে। সেটিও দেখতে হবে। অনলাইন থেকে তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন- উইকিপিডিয়া, ব্লগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রেফারেন্স দেওয়া থাকে। সেই রেফারেন্সের ভিত্তিতে গুগলে সার্চ করে যদি রেফারেন্স ঠিক থাকে, তাহলে যেখান থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে সেটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

১০. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেটের উল্লেখ

ক. কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতিমূলক পুস্তিকা, ব্রোশিউর বা বুকলেটের তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের নাম না থাকলে মূল পাঠে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের স্থানে এর শিরোনামটি ব্যবহার করা যাবে। যেমন-

(ডাউন সিনড্রোম কী?: ২০২২)

১১. অভিধানের উল্লেখ

ক. মূল পাঠে অভিধানের উল্লেখের প্রয়োজন হলে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের জায়গায় পুরো অভিধানের শিরোনাম এবং সেই সাথে এর একটি সংক্ষিপ্ত নামও যুক্ত করতে হবে যাতে পরবর্তী উল্লেখের সময় শুধু

সংক্ষিপ্ত রূপটিই ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ,

(সংসদ বাংলা অভিধান [সবাঅ], ১৯৯৮)

পরবর্তী সময় (সবাঅ, ১৯৯৮)

১২. ভিডিও/ডিভিডি/ইউটিউব-এর উল্লেখ

ক. মূল পাঠে যৌক্তিক কারণে দৃশ্যমান আখ্যান, যথা- ভিডিও, ডিভিডি বা ইউটিউবেরও উল্লেখ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীতে লেখক না থাকলে প্রযোজ্যস্থানে পরিচালক বা প্রযোজকের নাম যুক্ত করতে হবে। উদাহরণ-

(Gardiner, Curtis, Michael & Waititi, 2010)

১৩. দৈনিক পত্রিকা/ম্যাগাজিন/ সাময়িকী থেকে উল্লেখ

ক. প্রবন্ধের মূল পাঠে দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি থেকে উল্লেখ করা যাবে। এক্ষেত্রে লেখকের নাম না থাকলে প্রথম বন্ধনীতে লেখকের নামের স্থানে প্রবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

(ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন, ২০২২)

খ. তারিখ উল্লেখঃ আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুযায়ী আগে তারিখ, এরপরে মাসের নাম উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

(ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন, ৭ই মার্চ ২০২২)

১৪. অপ্রকাশিত থিসিসের উল্লেখ

ক. প্রবন্ধের মূল পাঠে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদিত মাস্টার্স, এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির উল্লেখ করা যাবে। এক্ষেত্রে মূল পাঠে তা উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

(নেছা, ২০১৪)

১৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের উল্লেখ

ক. যে বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে বা প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে, সে বিষয়ে খ্যাতিমান পণ্ডিত বা অধ্যাপকের সাথে আলাপ করে বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তা উল্লেখ করা যাবে।

খ. এক্ষেত্রে উল্লিখিত আলাপচারিতা বা সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ উদ্ধৃতি হিসেবে সরাসরি উল্লেখ করলে বা এর মূলভাবে নিজের ভাষায় ব্যবহার করলে প্রথম বন্ধনীতে সংশ্লিষ্ট গবেষক বা অধ্যাপকের নাম, তারিখ এবং 'ব্যক্তিগত আলাপাচারিতা/সাক্ষাৎকার' কথাটি লিখতে হবে।

গ. তবে গ্রন্থপঞ্জিতে তা তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ,
বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, বাঙালি প্রকৃত অর্থেই একটি সংকর জাতি (অধ্যাপক আবুল কাশেমের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা, মার্চ, ২০২১)।

১৬. সারণি/গ্রাফচিত্র উল্লেখ

ক. প্রবন্ধের মূল পাঠে যৌক্তিক কারণে বিভিন্ন শিরোনামে বিচিত্র রকমের সারণি ও চিত্র/গ্রাফচিত্র ব্যবহার করা হয়।

খ. এক্ষেত্রে প্রতিটি সারণি এবং চিত্র/গ্রাফচিত্রের নম্বরসহ উপযোগী শিরোনাম নিচে প্রদান করতে হবে।

গ. সারণি তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয়তাকার ক্ষেত্র নির্মাণ করে ভেতরে শুধু আনুভূমিক রেখা টানা যাবে, কিন্তু কোনোভাবে উলম্ব রেখা নয়। উদাহরণস্বরূপ,

I. নমুনা সারণি

Table 1

Correlations Between Measures

Measure	Second-order belief	Factual-deception	Self-presentation
Age	0.763*	0.631**	0.842**
Second-order belief		0.724**	0.775**

Note. *p < .01, **p < .001

II. নমুনা গ্রাফচিত্র

গ্রাফচিত্র ১

Number of People in Cars Travelling on a Local Road One Morning

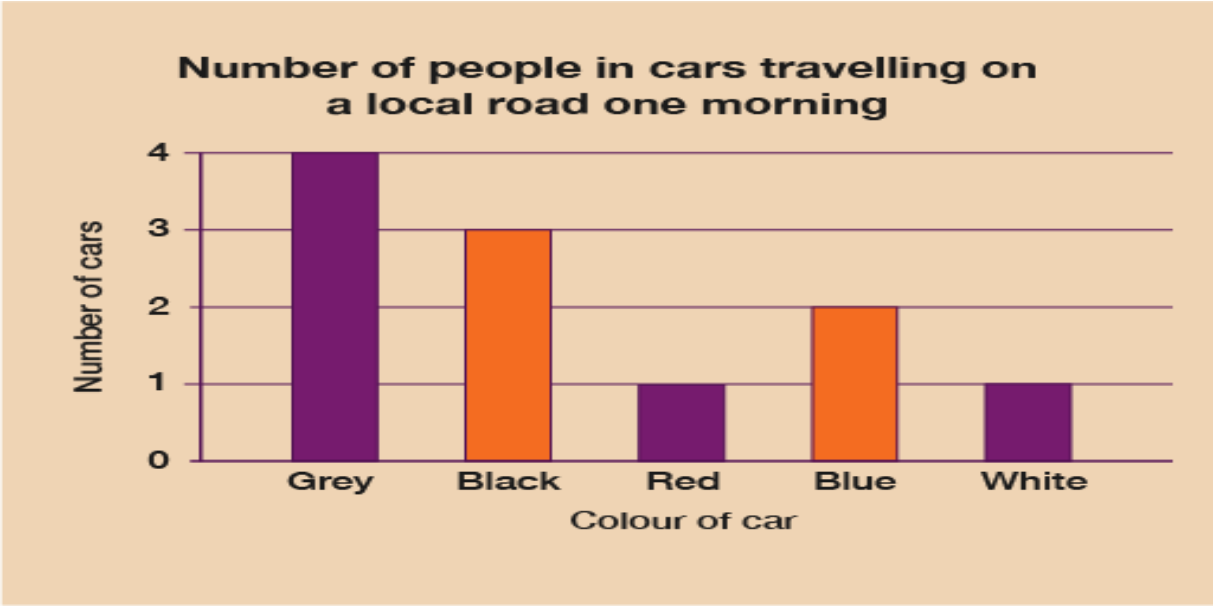

খ. গ্রন্থপঞ্জির তালিকা (Reference List)

১. একটি কার্যকর রেফারেন্স পদ্ধতির মূল পাঠে বিভিন্ন উৎসের যথাযথ উল্লেখের পাশাপাশি গ্রন্থপঞ্জিতে সেই উৎসগুলি সঠিকভাবে তালিকাবদ্ধ করাও জরুরি।

২. এতে পাঠক ইচ্ছে করলেই উল্লেখকৃত উৎসের একটি বিশদ বিবরণ পেতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উৎসগুলির মূল অন্বেষণেও উদ্যোগী হতে সক্ষম হন।

৩. আরেপ রেফারেন্স পদ্ধতির গ্রন্থপঞ্জির তালিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল।

ক. গ্রন্থপঞ্জিতে কোনো নম্বরক্রমিক নয়, বরং বর্ণনাক্রমিকভাবে তালিকা তৈরি করতে হবে।

খ. এই রেফারেন্স বাংলা প্রবন্ধের জন্য নির্দেশিত হয়েছে বলে প্রথমেই বাংলা প্রবন্ধ এবং গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রদান করে, তারপর ইংরেজি ও অন্যান্য প্রবন্ধাদির তালিকা দিতে হবে।

গ. একই লেখকের একাধিক লেখা তালিকাভুক্ত করলে প্রকাশ সন অনুসারে 'সর্বশেষ থেকে সর্বপ্রথম' এই ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে।

ঘ. মূল পাঠে একই রেফারেন্সে একাধিক লেখকের নাম থাকলে তালিকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নাম আলাদাভাবে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ লেখকের নামের আগে 'ও' ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই 'এবং' ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. রেফারেন্স তালিকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রথম লাইনটি বামদিকে সমান থাকবে (justified) কিন্ত্র পরবর্তী লাইন থেকে এক পয়েন্ট (hanging 0.5) ভেতরের দিকে চেপে যাবে। উদাহরণ,

আরিফ, হা., আসাদুজ্জামান, মো., আলম, ফা., ইয়াসমিন, ফা., ইয়াসমিন, ফা., ও সোমা, সা. আ. (২০২২)। *অটিস্টিক শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ থেরাপি*। অন্বেষা প্রকাশন: ঢাকা।

চ. তালিকাবদ্ধ করার সময় গ্রন্থ, জার্নাল, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি ইটালিক হবে, কিন্তু কিছুতেই প্রবন্ধের শিরোনাম ইটালিক হবে না।

ছ. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্পাদকের নাম অবশ্যই গ্রন্থভুক্ত ক্রম অনুসারে সংযুক্ত করতে হবে।

জ. গ্রন্থপঞ্জিতে তালিকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম প্রথমেই পূর্ণভাবে উল্লেখের পর পরবর্তী অংশী নামগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করতে হবে।

ঝ. প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ডিওআই (DOI) থাকলে অবশ্যই তা সবার শেষে উল্লেখ করতে হবে।

ঞ. বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে জার্নালের প্রকাশনা সাল ও মুদ্রণ সাল আলাদা হলে রেফারেন্সে মুদ্রণ সাল উল্লেখ করতে হবে।

ট. সমস্ত প্রক্রিয়া নিচে উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করা হল।

১. একক লেখকের ক্ষেত্রে

সরকার, প. (১৪০৫)। *ভাষা, দেশ, কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলিকাতা।

Chomsky, N.A. (1957). *Syntactic Structure*. Berlin: Mouton & Co.

২. দুইজন লেখকের ক্ষেত্রে

আরিফ, হা. ও জাহান, তা. (২০১৪)। *যোগাযোগ বিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি*। বুকস্ ফেয়ার: ঢাকা।

৩. দুইয়ের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে

আরিফ, হা., আসাদুজ্জামান, মো., আলম, ফা., ইয়াসমিন, ফা., ইয়াসমিন, ফা., ও সোমা, সা. আ. (২০২২)। *অটিস্টিক শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ থেরাপি*। অন্বেষা প্রকাশন: ঢাকা।

৪. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ

আরিফ, হা. (২০১৫)। সম্পাদকীয় বক্তব্য। (সম্পা. হাকিম আরিফ), বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর ভাষা সমস্যা, (১১-২৪)। অন্বেষা প্রকাশন: ঢাকা।

৫. গবেষণা জার্নাল থেকে প্রবন্ধ

নূপুর, তা (২০১৯)। কবিতায় নান্দনিক রূপান্তর। *বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ৩৭, ৩৭-৫৬।

৬. লেখকহীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেন [কারাস] (২০২১)। জীবনযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

৭. একই বছরে একই লেখকের প্রকাশিত একাধিক প্রকাশনা

আরিফ, হা. (২০১৫ক)। *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ*। বাংলা বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরী কমিশন: ঢাকা।

আরিফ, হা. (২০১৫খ)। *শিশুর ভাষাবিকাশ ম্যানুয়েল*। যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. অনলাইন/ইন্টারনেট উৎস থেকে

ক. সাহা, দি (১২ মার্চ, ২০২২)। গোয়ায় দল ছাড়লেন পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী https://bengali.oneindia.com/news/india/goa-assembly-electionresult2022-tmc-candidate-mahesh-amonkar-resigns-targeting-pk-andipac/articlecontent-pf302802-157403.html গত ১৫ জুলাই ২০২২ তারিখে উদ্ধারকৃত।

খ. Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing, 18(12), 1703-1710. Retrieved from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067

৯. লেখকহীন এবং তারিখহীন উল্লেখ

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.html.

১০. ব্লগ পোস্ট থেকে

পারভীন, রে (৯ মার্চ, ২০২২)। বাঙালি নারীর আত্মপরিচয়। [ব্লগ পোস্ট]। নেয়া হয়েছে https://blog.muktomona.com/category/human-rights/ তারিখ: ১৬ জুলাই, ২০২২।

১১. অভিধান থেকে

ক. পুস্তক অভিধান

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সঙ্ক.) (১৯৯৮). *সংসদ বাংলা অভিধান* (দ্বাবিংশতিতম মুদ্র.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

খ. অনলাইন

Cambridge dictionaries online. (2011). Retrieved from http://dictionary.cambridge.org/

১২. ভিডিও/ডিভিডি/ইউ টিউব থেকে

ক. Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

খ. Ahmed, A. (Producer), & Breitenmoser, K. (Director). (2012). Job seeker Q&A: Planning your search [ClickView DVD]. Bendigo, Australia: VEA.

১৩. ম্যাগাজিন/সাময়িকী থেকে

হাফিজ, ডা. র. (২০১৪)। ফিরে দেখা সাফল্যের দশ বছর। *কানন*, ২৬-৩১।

১৪. দৈনিক পত্রিকা থেকে

ক. রহমান, মিজানুর (মার্চ, ২০২২)। ১৩৫ মনের মুক্তিযোদ্ধা সনাদের তথ্যে গরমিল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৩।

খ. ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন (২০২২, মার্চ ১৩)। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

১৫. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

ক. নেছা, করিমন (২০১৪)। *বাংলা কোড সংহিতা: একটি সমাজভাষাত্ত্বিক গবেষণা*। (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খ. Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in sport (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). Retrieved from http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704.

১৬. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেট

ডাউন সিনড্রোম কী (২০২২)। *The Down Syndrome Voice* [ব্রোশিউর]। ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ: ঢাকা।